সমকাল

তারিখ 13 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য

মো. সিদ্দিকুর রহমান

প্রাথমিকের প্রধান ও সহকারী শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য অসন্তোষের জন্ম দিয়েছে। এতে চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা। পাকিস্তান আমলে পূর্ব পাকিস্তান প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি বঙ্গভবন ঘেরাও আন্দোলন করে মোনায়েম খাঁর সময়ে পেল প্রথম বেতন স্কেল। সহকারী শিক্ষকরা ১২০ টাকা ও প্রধান শিক্ষকরা পেলেন ১৩০ টাকা স্কেল।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১.৭.৭৩ খ্রিষ্টাব্দ থেকে প্রাথমিকের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রধান ও সহকারীদের বেতন স্কেল ছিল ২২০ টাকা। প্রধান শিক্ষকদের দায়িত্ব ভাতা ছিল ১০ টাকা। এ ১০ টাকা দায়িত্ব ভাতা কম হওয়ায় ১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দে দৈনিক ইত্তেফাকে আমার প্রথম প্রতিবাদ ছাপা হয়। পরে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে শুরু হয় সহকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৩০০ টাকা ও প্রধান শিক্ষকদের ৩২৫ টাকা স্কেল। পরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার আমলে প্রশিক্ষণবিহীন শিক্ষকরা এমএলএসএসের স্কেল থেকে মুক্তি পেলেন। শুরু হয় ২০০৬ খ্রিষ্টাব্দে সহকারী ও প্রধান শিক্ষকের বেতন-বৈষম্য। সে আন্দোলনে আমাকে জেলে যেতে হলেও তোষামোদকারী চিহ্নিত সরকারের অনুচর দালাল শিক্ষকদের জন্য প্রাথমিকের শিক্ষকরা কাঙ্ক্ষিত সুফল পাননি। বরং বেড়েছে আরেক ধাপ সহকারী ও প্রধানের বেতন-বৈষম্য। বর্তমান শিক্ষাবান্ধব সরকারের আমলে বৈষম্য তিন ধাপে পৌঁছেছে। দীর্ঘ তিন বছরে সরকারের প্রাথমিকের মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টরা যৌক্তিক দাবি আখ্যায়িত করে প্রক্রিয়াধীন

শব্দ ব্যবহার করে শিক্ষা ও শিক্ষকবান্ধব সরকারকে চরমভাবে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। আজকে তাদের দাবি প্রধান শিক্ষকদের নিচের ধাপ। এ দাবি তো অযৌক্তিক নয়। সংশ্লিষ্টরা শিক্ষাক্ষেত্রে চরম বৈষম্য সৃষ্টি করে চলেছে। মুক্তিযুদ্ধের আদর্শে বলীয়ান সরকারকে বিশ্বের সব শিক্ষকের মতো শিক্ষকদের মর্যাদাসহ বেতন দেওয়া প্রয়োজন। আমরা যখন প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকদের দ্বিতীয় শ্রেণির মর্যাদা দাবি করেছিলাম, তখন প্রেসিডেন্ট এরশাদের ক্ষমতার সূচনালগ্ন। তখন বেশিরভাগ প্রধান শিক্ষক ছিলেন এসএসসি ও আইএ পাস। আজ সহকারী ও প্রধান শিক্ষক প্রায় সব শিক্ষক গ্র্যাজুয়েট এবং মাস্টার্স পাস। আজ যেহেতু প্রাথমিক শিক্ষায় সদ্য জাতীয়করণ বিদ্যালয় ছাড়া মাস্টার্স পাস শিক্ষকে ভরপুর। এ প্রেক্ষাপটে শিক্ষকদের মাঝে বৈষম্য রোধকল্পে প্রাথমিক, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সবার মর্যাদা থাকবে প্রথম শ্রেণির। সব শিক্ষকের নিয়োগ হবে একই কেন্দ্র থেকে। অধিকতর মেধাবী ও চৌকসদের নিয়োগ হবে প্রাথমিকে। বেতনও হবে অন্যদের চেয়ে বেশি। ছোট্ট শিশুরা অনেকটা অবুঝ প্রাণির মতো। তাদের লেখাপড়া শেখাতে হৈচৈসহ দৌড়াদৌড়ির দিকে প্রাথমিক শিক্ষকদের বিদ্যালয়ে সার্বক্ষণিক সতর্ক থাকতে হয়। আমাদের বাড়িতে একটা শিশুর জন্য পরিবারের যেমন সবার দৃষ্টি থাকে তাকে দেখভাল করে রাখার জন্য।

বিদ্যালয়ের অসংখ্য শিশুর হৈচৈয়ের মাঝে শিক্ষকের দায়িত্বটি অনুধাবনের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রীসহ সংশ্লিষ্টরা গভীরভাবে উপলব্ধি করতে ভুল করবেন না, এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। প্রাথমিকের সহকারীরা প্রাথমিকের শিক্ষাদানের মূল ভিত্তি। তাদের সমস্যাকে এড়িয়ে চলায় ক্ষতিগ্রস্ত হবে মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা ও বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্ন। বৈষম্যহীন সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ। শিক্ষকদের মর্যাদা দ্বিতীয় শ্রেণি বা তৃতীয় শ্রেণি স্বাধীন বাংলাদেশে বর্তমান সরকারের কাছে প্রত্যাশা নয়। শোষণমুক্ত সমাজ ও বৈষম্য আজকের দিনে মুক্তিযুদ্ধের সরকারের কাছে কাম্য নয়। তাই প্রাথমিকের সহকারী শিক্ষকদের বেতন-বৈষম্য প্রক্রিয়াধীন শব্দ না বলে প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করছি। প্রাথমিকের শিক্ষকরা অতীতের মতো সব ভয়ভীতির ঊর্ধ্বে থেকে তাদের দাবি আদায়ের সংগ্রামে এগিয়ে যাক, এ প্রত্যাশা করি। বিজয়ের মাস শিক্ষকদের বিজয় এখন দ্বারপ্রান্তে। অশুভ চক্র থেকে প্রাথমিক শিক্ষকদের সতর্ক থাকতে হবে। ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন কখনও বৃথা যায় না। প্রাথমিক শিক্ষকদের সব বৈষম্য ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হোক।

আহ্বায়ক, প্রাথমিক শিক্ষক অধিকার সুরক্ষা ফোরাম
siddiqsir54@gmail.com